খাড়া মোশারফের জালিয়াতি, কবরস্থান-শ্মশান পর্যন্ত দখলের অভিযোগ

রূপগঞ্জের খাড়া মোশারফ। ছবি: সংগৃহীত

রূপগঞ্জের কায়েতপাড়ার নাওড়া এলাকায় মোশারফকে ঘিরে উঠেছে জমি জালিয়াতি ও দখলের গুরুতর অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, তার প্রভাব থেকে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানও রক্ষা পাচ্ছে না।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, একসময় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা মোশারফ জীবনের শুরুতে কসাইয়ের দোকানে কাজ করতেন। পরে দিনমজুরি, মাটি কাটা শ্রমিক ও মোবাইল সার্ভিসিংয়ের মতো নানা পেশায় যুক্ত ছিলেন। তবে এসব কাজের মধ্যে স্থায়ী হতে না পেরে এক পর্যায়ে তিনি কথিত 'খাড়া দলিল' তৈরির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এরপর থেকেই তার আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

অভিযোগ রয়েছে, জাল দলিল তৈরি করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জমি বিক্রির মাধ্যমে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। কবরস্থান, শ্মশান, ঈদগাহ এমনকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসতভিটাও তার এই কর্মকাণ্ড থেকে বাদ যায়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর। সম্প্রতি কায়েতপাড়ার নিমেরটেক গ্রামের একটি সামাজিক কবরস্থানের জমি জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে বিক্রির অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

এছাড়া স্থানীয়দের কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজির অভিযোগও তুলেছেন। একসময় একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয় থাকলেও পরে অবস্থান পরিবর্তন করে অন্য একটি দলের পরিচয়ে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে রাজনৈতিক পরিচয় কাজে লাগানোর মাধ্যমেও তিনি প্রভাব বাড়াচ্ছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীরা জানান, মোশারফের কর্মকাণ্ডের কারণে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে রয়েছে। তারা এসব অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।